সংবাদ

তারিখ ... 17 JUL 2016
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬ ......

মূলগ্রাম মাধ্যমিক বিদ্যালয়

সহ. প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

প্রতিনিধি, কেশবপুর (যশোর)

যশোরের কেশবপুর উপজেলার নতুন মূলগ্রাম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত কাজগপত্র জালিয়াতি করে ওই প্রতিষ্ঠানে দীর্ঘ ৭ বছর ধরে চাকরি করছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। তিনি অবৈধভাবে নিয়োগ প্রাপ্ত হয়ে বিভিন্ন সময়ে প্রায় ১৫ লাখ টাকা সরকারি অর্থ উত্তোলন করে আত্মসাৎ করেছেন। এ ব্যাপারে ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) চেয়ারম্যানসহ প্রশাসনের একাধিক দফতরে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়েছে। অভিযোগ সূত্রে জানা গেছে, উপজেলার নতুন মূলগ্রামের আবদুল গফুর এইচএসসি পাস করে ১৯৯২ সালের ১ জানুয়ারি কেশবপুর মধু শিক্ষা নিকেতনে জুনিয়র শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেন। তিনি বিদ্যালয়ে কর্মরত থাকা অবস্থায় কর্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়াই ১৯৯৩ সালে নিয়মিত ছাত্র হিসেবে কেশবপুর কলেজ থেকে বিএ পরীক্ষা দেন। এ সময় তিনি অবৈধভাবে বিএ পাসের স্কেল অনুমোদনও করান। এলাকাবাসি তার সার্টিফিকেট চ্যালেঞ্জ করে কেশবপুর সহকারী জজ আদালতে মামলা করেন। যার নং-২৪/০৫। এছাড়াও তার নিয়মিতভাবে বিএ পাশ করার বিষয়টি নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নিরীক্ষা অধিদপ্তরে অভিযোগ হলে বিএ পাশের স্কেল বাতিল হয় এবং ওই প্রতিষ্ঠানেই তিনি জুনিয়র শিক্ষক হিসেবে (পে-স্কল কোড নং-১৬) কর্মরত থাকেন। এদিকে, ২০০৯ সালের মে মাসে নতুন মূলগ্রাম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হলে তিনি জালিয়াতি করে ভুয়া তথ্য দিয়ে ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা দেখায়ে উক্ত পদে আবেদন করেন। তৎকালিন বিএনপি সরকারের সময়ে কাম্য অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা না থাকার পরও তিনি রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে অবৈধ টাকার বিনিময়ে ২০০৯ সালের ১২ মে সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে ওই বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। যোগদানের পর ভুয়া কাগজপত্র যশোর জিলা শিক্ষা অফিসে দাখিল করে বেতন স্কেল কোড-৯ ও ২০১০ সালে বেতন স্কেল কোড-৮ গ্রহণ করেন। এ সময় এলাকাবাসি তার বেআইনি ও অবৈধ নিয়োগের বিরুদ্ধে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে একটি অভিযোগপত্র দাখিল করেন। অভিযোগে উলেখ করা হয়, আবদুল গফুর ১৯৯২ সালের ১ জানুয়ারী থেকে ২০০৯ সালের মে মাস পর্যন্ত বেতন স্কেল-১৬ কোডের আওতায় এমপিওতে তার যে বেতন ভাতার পরিমান লিপিবদ্ধ ছিল, তা তিনি স্কান মেশিন দিয়ে মুছে বিএবিএড পাশ অর্থাৎ বেতন স্কেল-৯ কোড এর সমপরিমাণ অর্থ তার নামের পাশে বসিয়ে প্রিন্ট করে ওই কপি জেলা শিক্ষা অফিসে দাখিল করেন। পরবর্তীতে জেলা শিক্ষা অফিসারের অনুমোদন নিয়ে তিনি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করেন। নতুন- মূলগ্রাম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দীলিপ হালদারের তথ্যানুযায়ী, ওই পদে নিয়োগের পর থেকে তিনি চলতি বছরের ২৪ মে পর্যন্ত বেআইনি ও অবৈধভাবে ১১ লাখ ৩৪ হাজার ৪৫ টাকা সরকারি অর্থ উত্তোলন করেছেন। এ সংক্রান্ত একাধিক অভিযোগ হলেও তিনি প্রতিবার তদন্তকালে মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে পার পেয়ে যান বলে তিনি বরাবরই থেকে যান ধরা ছোঁয়ার বাইরে। এ ঘটনার প্রতিকার চেয়ে এলাকাবাসীর পক্ষে আবু হাসানুর রহমান সাড়ে ১৩ লাখ টাকা সরকারি অর্থ আত্মসাতকারীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে দুর্নীতি দমন কমিশনের চেয়ারম্যান বরাবর একটি অভিযোগপত্র দাখিল করেন। অভিযোগের অনুলিপি- শিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসকসহ প্রশাসনের একাধিক দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে।

কেশবপুর মধু শিক্ষা নিকেতনের প্রধান শিক্ষক মকবুল হোসেন জানান, তার প্রতিষ্ঠানে আবদুল গফুর জুনিয়র শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। কাম্য অভিজ্ঞতা ও যোগ্যতা না থাকার পরও তিনি কীভাবে নতুন মূলগ্রাম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পেয়ে যোগদান করেন তা আমার জানা নেই।

এ ব্যাপারে আবদুল গফুর তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মিথ্যা ও ভিত্তিহীন দাবি করে বলেন, তার প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ১৫ দিন পর অবসরে যাবেন। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পাওয়ার আশায় একটি পক্ষ আমার বিরুদ্ধে বিভিন্ন দপ্তরে অভিযোগ দিয়ে আমাকে হয়রানি করছে। তাছাড়া এ পর্যন্ত আমার বিরুদ্ধে যত অভিযোগ আনা হয়েছে তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে।

উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা নাজমুল হক বলেন, বিভিন্ন দপ্তরে অভিযোগ দেয়া হয়েছে শুনেছি। তাছাড়া উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বিষয়টি তদন্ত করছে। আমার করার কিছুই নেই।